দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 27 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

মাত্র ১ প্যাকেট বিস্কুট বদলে দিচ্ছে শিশুর শিক্ষাজীবন

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ মাত্র ৭৫ গ্রামের এক প্যাকেট বিস্কুট বদলে দিচ্ছে গ্রামাঞ্চলের লাখ লাখ শিশুর শিক্ষাজীবন। সরকারী, রেজিস্টার্ড এবং এনজিও পরিচালিত যেসব প্রাইমারী স্কুলের শিশুরা ভর্তির পর নিয়মিত ক্লাসে আসত না কিংবা শিক্ষাবছর শেষ করার আগেই স্কুল ছেড়ে দিত, তারা এখন নিয়মিত ক্লাসে আসছে এবং স্কুলের শিক্ষাজীবনও আনন্দের সাথে শেষ করছে। পাশাপাশি এই শিশুদের পুষ্টিমাটতিরও প্রায় ৭৫ শতাংশ পূরণ হচ্ছে এতে। আর এটি সম্ভব হয়েছে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর (ডব্লিউএফপি) স্কুল ফিডিং প্রকল্পের কারণে। প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, পুষ্টি ও শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই কর্মসূচীটির সাফল্যের কারণে বর্তমানে ভারত এবং আফগানিস্তানেও এটি চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের অধিক দারিদ্র্যপীড়িত ৪টি জেলা ও ৩ পার্বত্য জেলাসহ মোট ৭ জেলার ৩০টি উপজেলায় ৪ হাজার প্রাইমারী স্কুলে বর্তমানে এ কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সর্বমোট ৬ লাখ ছাত্রছাত্রী এর আওতায় রয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের এসব ছাত্রছাত্রী প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত হলেই পাচ্ছে ৭৫ গ্রামের ব্রক প্যাকেট পুষ্টি বিস্কুট। ক্লাস শুরুতেই তাদের এই বিস্কুট দেয়া হয় এবং স্কুল ছুটির আগেই তাঁদের পুরো বিস্কুট খেয়ে শেষ করে বাড়ী ফিরতে হয়। কাউকে এই বিস্কুট বাড়ীতে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। পুরো স্কুল সময়ের মধ্যেই তাঁদের বিস্কুট খাওয়া শেষ করতে হয়। কয়েকটি বিস্কুট কোম্পানীতে অর্ডার দিয়ে ডব্লিউএফপি এই পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিশেষভাবে তৈরী করে নিয়ে স্কুলগুলোতে সরবরাহ করছে। এর পুরো খরচ বহন করছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি)। বাংলাদেশে ২০০১ সাল থেকে শুরু হওয়া এই পুষ্টি ও খাদ্য কর্মসূচীর সাফল্যের কারণে শিগগিরই স্কুলগুলোতে প্যাকেট দুধ সরবরাহেরও নতুন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাবেক একটি সরকারের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ঘোষণা এই কর্মসূচীটির ভিত ইদানীং দুর্বল করে ফেলেছে। প্রাইমারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ও সফল এই খাদ্য কর্মসূচীটি পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা-উপজেলার স্কুলে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা থাকলেও বর্তমানে আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী আর আগের মত বাংলাদেশকে খাদ্য সহায়তা দিতে চাইছে না। ১৯৯৬-২০০০ মেয়াদে বাংলাদেশকে 'খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ' ঘোষণার কারণে বর্তমানে ডব্লিউএফপির মাধ্যমে আসা আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তার বেশীরভাগ বাংলাদেশের পরিবর্তে ইথিওপিয়া ও অন্যান্য আফ্রিকান দেশে চলে যাচ্ছে। ফলে আগের মত খাদ্য সহায়তা ও তহবিল না পাওয়ার কারণে বাংলাদেশে এ কর্মসূচীটি সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। বরং আগের তুলনায় বাংলাদেশে এ কর্মসূচীটির ব্যাপ্তির অর্ধেকে নেমে এসেছে।

এ ব্যাপারে ডব্লিউএফপির নিউট্রেশন ফর এডুকেশন ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার এম জহিরুল ইসলাম জানান, ২০০৪-০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর অধীনে ৬০টি উপজেলায় ৭ হাজার স্কুল এবং ১২ লাখ ছাত্রছাত্রী ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক খাদ্য সহায়তা বাংলাদেশের জন্য ইদানীং অনেক হ্রাস পাওয়ায় তা এখন অর্ধেকে নেমে এসেছে।

সরকারের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, দেশের প্রাইমারী স্কুলগুলোতে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির গড় হার যেখানে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগের মধ্যে, সেখানে এই ফিডিং কর্মসূচী পরিচালিত স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রী উপস্থিতির হার শতকরা ৮৫ ভাগ। উপস্থিতি নিয়মিত হওয়ায় এসব ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মানও বাড়ছে। তাছাড়া প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ঝরে পড়ার জাতীয় হার যেখানে শতকরা ৩৭ ভাগ সেখানে এই স্কুলগুলোতে ঝরে পড়ার হার গড়ে ২৫ ভাগের মতা এই কর্মসূচীটি চালু থাকলে আগামী ৫ বছরে তা শূন্যে নেমে আসবে বলে ডব্লিউএফপি উল্লেখ করেছে।